ভূমিকা

নবম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় 'তোমার প্রিয় কবি' না লিখে 'স্বাধীনতা সংগ্রামে একজন মনীষীর অবদান' রচনাটি লিখেছিলাম। লিখেছিলাম কাজী নজরুল ইসলামের কথা। অল্পবয়স থেকে পাঠ্যাতিরিক্ত গ্রন্থ পাঠের অভিজ্ঞতা থেকেই নজরুলের কবিতা ছাড়াও তাঁর অন্যান্য রচনার সন্নিহিত হতে পেরেছিলাম। আর সেই সঙ্গেই নজরুলের জীবনী পাঠেও উৎসাহ জেগেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে বহু রাজনৈতিক নেতৃত্ব, বিপ্লবীদের কথা স্মরণে থাকলেও এই কারণেই নজরুলকে নিয়ে লিখতে প্রাণিত হয়েছিলাম। রচনার মূল্যায়নে কত নম্বর পেয়েছিলাম সে কথা আজ আর মনে নেই, কিন্তু মনে আছে শিক্ষক মহাশয়ের সপ্রশংস অনুমোদনের কথা। আসলে কৈশোরেই সাহিত্যিক হিসাবে নজরুল আমার আরাধ্য হয়েছিলেন তাঁর দেশপ্রেমের কারণে।

পরবর্তীকালে স্নাতকোত্তর স্তর অতিক্রম করে গবেষণার ইচ্ছা নিয়ে দাঁড়িয়েছি আমার শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রপুরস্কারপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রপুরস্কারপ্রাপ্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক ড. জ্যোতির্ময় ঘোষের কাছে। আমার মনের আকাঙ্ক্ষাকে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই বিষয় নির্ধারিত করেছিলেন 'নজরুল-সাহিত্যে দেশ-কাল'। যদিও ততদিনে প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্র-নজরুল সম্পর্কের উন্মোচনে-বিশ্লেষণে আমার একটি প্রবন্ধের বই 'উত্তরাধিকারী' নামে এবং তাঁকেই গ্রন্থটি উৎসর্গ করে ধন্য হয়েছি। নিয়মের বাঁধনে আমার এই অভিসন্দর্ভ-পত্রের রচনায় যদিও অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষকে গবেষণা-নির্দেশকরূপে পাই নি, কিন্তু দায়িত্বে না থেকেও কার্যত তাঁকে সেই দায়িত্বই পালন করতে হয়েছে। তবে এই ক্ষেত্রে আক্ষেপ থাকলেও অপূর্ণতা নেই। কারণ এ সময়ের বিশিষ্ট কথাশিল্পী ও সমালোচক ড. কার্তিক লাহিড়ী গবেষণা-নির্দেশক হিসাবে প্রতিমুহূর্তে অকুণ্ঠ প্রেরণায়, সহায়তায়, অসীম ধৈর্যে আমার অপরিসীম জিজ্ঞাসা পূরণ করেছেন, দিয়েছেন নিজের মতো কাজ করার স্বাধীনতা।

আমার বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে মাতুলালয়ের দান স্মরণীয়, বিশেষভাবে দুই মামা সুদর্শন দাস ও বাসুদেব দাসের ভূমিকা মনে পড়ছে। আমার পিতামহী পরমারাধ্যা নির্মলা দত্ত, বাবা দিলীপকুমার দত্ত, মা কৃষ্ণা দত্ত ও আমার জীবনসঙ্গিনী নয়নের সহিষ্ণু প্রণোদনার কথাও উল্লেখ না করে পারি না। তাছাড়া কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি শ্রদ্ধেয়া আরতি লাহিড়ী ও সরোজিনী নাইডু মহিলা কলেজের বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপিকা বিশিষ্ট কথাশিল্পী মাতৃসমা নন্দিতা ঘোষের সহিষ্ণু সহৃদয়তার কথা। আক্ষরিক রূপায়ণে অজিত দে-র মনঃসংযোগই ছিল আমার ভরসা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি. কমিটির সদস্যবৃন্দকেও এই সূত্রে তাঁদের উপদেশনার জন্য স্মরণ করছি। মনে পড়ছে অগণিত আত্মীয়-বন্ধু-পরিজন-সহকর্মীদের কথাও। তাঁদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ অভিনন্দন।

১ জানুয়ারি, ২০০৪ — সিদ্ধার্থ দত্ত

চাকদহ কলেজ ॥ নদীয়া